গোপালগঞ্জে দিনভর সহিংসতা, থানা-এমপির বাড়িতে আগুন



ছবি: সংগৃহীত

সকাল থেকেই গোপালগঞ্জের বিভিন্ন সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে, কোথাও ব্যারিকেড দিয়ে সড়কে অবস্থান নেন লোকজন। এর মধ্যে থানা, সংসদ সদস্যের বাড়ি, ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দিনভর এমন পরিস্থিতি ছিল জেলাজুড়ে।

শহরের দোকানপাট বন্ধ ছিল। সড়কে যানবাহন ও মানুষের চলাচলও ছিল সীমিত। সড়ক ও রেল যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায় ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। রাতেও জেলার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি।

সড়ক-রেল যোগাযোগ বন্ধ

বুধবার রাত থেকেই ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ অংশের বিভিন্ন স্থানে গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টেও গাছের গুঁড়ি ফেলে এবং টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। কাশিয়ানী, মুকসুদপুর ও সদর উপজেলায় মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জেলার ওপর দিয়ে যাওয়া ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের প্রায় ৬৭ কিলোমিটার অংশে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

টুঙ্গিপাড়ার বিভিন্ন স্থানে গাছ ফেলে গোপালগঞ্জ-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কেও যান চলাচল ব্যাহত করা হয়। একই কারণে বন্ধ রাখা হয় ঢাকা-গোপালগঞ্জ রুটের অভিজাত্রী কমিউটার এবং রাজশাহী-গোপালগঞ্জ রুটের টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস। ট্রেনে হামলার আশঙ্কায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে ঢাকার পাশাপাশি রাজশাহীর সঙ্গেও জেলার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফাঁকা শহর, অস্ত্র হাতে মিছিল

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলেও শহরের অধিকাংশ দোকানপাট খোলেনি। ব্যস্ত সড়কগুলোতে যানবাহন ছিল হাতে গোনা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষকে ঘরের বাইরে বের হতে দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন এলাকায় লকডাউনের সমর্থনে মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি চলেছে।

সকাল ১০টার দিকে শহরের লঞ্চঘাট এলাকায় নারী-পুরুষ ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী লোকজন জড়ো হন। তাদের কারও হাতে রামদা, কারও হাতে লাঠি, লগি-বৈঠা দেখা যায়। নারীদের হাতেও দেশীয় অস্ত্র ছিল। সেখান থেকে ‘জয় বাংলা’ ও ‘জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়া হয়। একই সময়ে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের বেদগ্রাম এলাকাতেও লোকজন জড়ো হয়ে স্লোগান দেন।

চরপাথালিয়া গ্রামের মোসলেম আলী (২২) শহরের একটি দোকানে কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে সাইকেল নিয়ে কাজে যাওয়ার পথে মিয়াপাড়া লিটন সড়কের সামনে গাছের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখেন। পরে সাইকেল উঁচু করে বাধা পার হয়ে গন্তব্যে যান তিনি। স্থানীয়দের দাবি, আগের রাতে লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে গাছ কেটে সড়কে ফেলা হয়েছিল।

এমপির বাড়ি, থানা ও ক্লিনিকে হামলা

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কাশিয়ানীতে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিমের বাড়িতে হামলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, শতাধিক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে স্লোগান দেওয়ার পর বাড়ি লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়েন। পরে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। এতে সংসদ সদস্যের কার্যালয়সহ কয়েকটি ঘর পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিনতলা বাসভবনটিও।

এর প্রায় আধা ঘণ্টা পর মুকসুদপুর থানায় হামলা চালানো হয়। প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে থানার ভেতরে ও বাইরে থাকা প্রায় ১৫টি যানবাহন ভাঙচুরের পর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদ স্থানে সরে যান। মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সুবীর কুমার সাহা জানান, হামলায় থানার মূল্যবান অনেক কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে থানার কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। একই উপজেলার গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায়ও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

দুপুর ১২টার দিকে শহরের থানাপাড়া এলাকায় গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য কে এম বাবরের পরিচালিত আরাফ ক্লিনিকে হামলা ও আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ভবনের ভেতরে তখনো আগুন জ্বলছে। পুড়ছিল দরজা-জানালা, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র। কিছুক্ষণ পরপর ভেতর থেকে কাচ ভাঙার শব্দ আসছিল।

স্থানীয়দের কয়েকজন জানান, ৩০ থেকে ৩৫ জনের একটি দল মোটরসাইকেলে এসে ক্লিনিকের নিচতলা, দোতলা ও তৃতীয় তলায় আগুন দেয়। তাদের দাবি, আগের দিনও ক্লিনিকটির কিছু সরঞ্জাম ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এ ছাড়া বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এমএইচ খানের শহরের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগও পাওয়া গেছে।

নিরাপত্তায় বিজিবি-আনসার

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলায় পর্যায়ক্রমে ২৭ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করেন আট প্লাটুন আনসার এবং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের দুই হাজারের বেশি সদস্য।

তবে দিনের বিভিন্ন সময়ে শহরের সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি ছিল কম। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিজিবি, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও আনসার সদস্যদের অবস্থান করতে দেখা যায়।

সড়কে অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ এবং একের পর এক হামলা-অগ্নিসংযোগে গোপালগঞ্জের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। কর্মস্থলে যাওয়া থেকে শুরু করে জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া—সব ক্ষেত্রেই বাধার মুখে পড়েন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।

LENS ASIA